দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1
২১শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

042

জনসংখ্যার পরিসংখ্যান

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে জনসংখ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা পৃথিবীর সব দেশে একরকম নয়। সমৃদ্ধ অনেক দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমা হলেও জনসংখ্যা আশানুরূপ হারে বাড়ে না আবার উল্টো অবস্থা দেখা যায় অসমৃদ্ধ এবং স্বল্পোন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। মনে হতে পারে আশানুরূপ আচরণ না করাই জনসংখ্যার ধর্ম।

এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন ১০ কোটি ৪১ লক্ষ ১৩ হাজার। অর্থাৎ আর কিছুদিনের মধ্যে এগার কোটি বলা যাবে এমন সম্ভাবনা আছে। সংসদের এক প্রশ্নের জবাবে পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার জনসংখ্যা সম্পর্কিত নতুন পরিসংখ্যানটি জানান।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক ঘটনাই। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিবার পরিকল্পনায় তার সীমিত নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তবে পরিস্থিতিকে বর্ধিত জনসংখ্যার বাঁচবার উপযোগী এবং বাস করবার উপযোগী করে তোলাতেই মানুষের কৃতিত্ব। ম্যালথুস সাহেব বলেছিলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে আর খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পায় অংকের নিয়মে। তাই এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনে দুর্ভিক্ষ জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। মানুষের অসীম ক্ষমতা। মানুষ ইচ্ছা করলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আবার চেষ্টা করলে খাদ্য উৎপাদনও বাড়াতে পারে। জনসংখ্যা ও অন্ন আহারে ভারসাম্য আনতে আধুনিক সক্ষম মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হবার কথা ভাবে না। তবে মানুষের বাঁচবার জন্যে শুধু খাদ্যই তো নয়। আরো অনেক কিছুই প্রয়োজন। শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান বিনোদন সবই লাগবে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা যেমন জরুরী তেমনি দেশের ও সমাজের সার্বিক অবস্থাকে বর্ধিত জনসংখ্যার উপযোগী করে তোলার কথাও মনে রাখতে হবে। উত্তরপুরুষদের হিসাব মনে রেখে সেই অনুযায়ী প্ল্যান প্রোগ্রাম করাই সমীচীন।